Volume – 2 | Issue – III | May-June 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটগল্প : সাংবাদিকতার চৌকাঠ থেকে গল্পের প্রশস্থ বারান্দায়

অরূপকুমার পাল[1]

মূল আলোচ্য :

"ওর মধ্যে সাংবাদিকতার চূড়ান্ত সিদ্ধি যেমন ছিল তেমনি ছিল সাহিত্যিক গুণ। ওর সাংবাদিকতা আর সাহিত্য একই সঙ্গে মেশানো।"[১] প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই দুটি বাক্যই যথেষ্ট সন্তোষকুমার ঘোষকে চেনার জন্য। সন্তোষকুমার পেশায় ছিলেন সাংবাদিক। আর তাঁর নেশা ছিল সাহিত্যিচর্চা। তাই সাংবাদিকের দৃষ্টিতে সমসাময়িক কালের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক যে অভিঘাতে জর্জরিত হয়ে স্নায়ুতে যে মোচড় খেয়েছেন সে সবই সাহিত্যে রূপদান করার চেষ্টা করেছেন। তাই সময়ের স্রোতে তিনি মথিত হয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট রচনা গুলি সময় থেকে সাহিত্যের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। ছোটগল্প গুলি হয়ে উঠেছে কার্যত সময়ের প্রতিচ্ছবি। তৎকালীন কথাসাহিত্যের লেখকদের মধ্যে অনেক বেশি সংখ্যায় সাহিত্য সৃষ্টি করার প্রবণতা থাকলেও সন্তোষকুমার সে পথে হাঁটেননি। তিনি স্বল্প সংখ্যক সাহিত্য সৃষ্টি করে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর লেখার গুণগত মান ও শিল্পোৎকর্ষের জন্য পাঠক সমাজে এখনও স্মরণীয় হয়ে আছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়কালে লেখনীর কলম ধরেছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর ছোটগল্পে তিরিশের দশকের পরবর্তী সময়ের প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা যায়। সন্তোষকুমারের সাহিত্যচর্চার হাতেখড়ি হয়েছিল কবিতা দিয়ে। 'পৃথিবী' নামে একটি কবিতা ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয় 'নবশক্তি' পত্রিকায়। যদিও সন্তোষকুমারের মন কবিতায় ছিল না একথা তিনি নিজেই এক সাক্ষাৎকারে জানিয়ে ছিলেন। ১৯৮৪ সালের ২৪ জানুয়ারি আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসের তিনতলায় বীরেন্দ্র দত্তকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন-

"প্রথম কিন্তু গল্প নয়, পদ্য দিয়েই শুরু করি। তখন অল্প বয়স, ছাত্রজীবন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা' পড়েছি, সুভাষের (সুভাষ মুখোপাধ্যায়) কবিতারও আমি পাঠক। আমি তো তখন কবিতা লিখছি, কিন্তু বুঝতে পারছি আমার কবিতা ঠিক আমার মত হচ্ছে না। আর অন্য কবিতা পড়েও একটা অতৃপ্তি থেকেই যাচ্ছে।"[২]

AIJITR - Volume - 2, Issue - III, May-Jun 2025

Copyright © 2025 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

এই অতৃপ্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই তিনি গল্প রচনার দিকে ঝোঁকেন। ওই সময় সন্তোষকুমার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গল্পগুচ্ছ'-এর তৃতীয় খণ্ড পড়ার পরও তৃপ্তি পাননি। তারপরেই তিনি গল্প রচনা শুরু করেন। প্রথম দিকের গল্প গুলি সাধুভাষায় লেখেন। গল্প রচনার ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছলনাময়ী' প্রভাবিত করেছিল তাঁকে। ১৯৩৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে(১৩৪৪ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায়) 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় গল্প 'বিলাতী ডাক'। 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৮৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা শেষ ছোটগল্প 'যাত্রাভঙ্গ'। ১৯৩৭ সালে যে গল্প রচনার শুরুটা হয়েছিল সেই কলমটা এসে থামে ১৯৮৫ সালে। দীর্ঘ ৪৮ বছরে তিনি ১৪১টি গল্প রচনা করেছেন।

বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ হাইস্কুলে পড়ার সময়ই পাঠ্যবইয়ের বাইরেও সন্তোষকুমার ঘোষ পড়েছিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ ও জীবনী। শুধু তাই নয় স্কুলের গ্রন্থাগারে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রোত্তর যুগের প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার স্যানাল, বুদ্ধদেব বসুদের গ্রন্থ। ছোট থেকেই কাব্য-সাহিত্য পাঠের আগ্রহই ভবিষ্যতের সাহিত্যিক

[1] *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেল : arupcft@gmail.com*
DOI Link (Crossref) Prefix: https://doi.org/10.63431/AIJITR/2.III.2025.115-122

AIJITR, Volume 2, Issue –III, May- June, 2025, PP. 115-122
Received on 3rd June 2025 & Accepted on 26th June, 2025, Published: 30th June, 2025.

Volume – 2 | Issue – III | May-June 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

সন্তোষকুমার ঘোষের জীবনে বীজ বপন করেছিল। যার ফলে কর্মজীবনে সাংবাদিক হলেও সাহিত্য রচনা থেকে বিরত থাকেননি। সাহিত্যের নেশায় তাঁকে কলম চালাতে বাধ্য করেছে। আর সেই কলমের কালি থেকে রচিত হয়েছে একের পর এক কালজয়ী সাহিত্যের ফসল। সাংবাদিকের চোখে দেখা নিঁখুত প্রতিচ্ছবি কল্পনার রঙে জারিত হয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর রচনায়। স্কুলে পড়ার সময়েই খবরের কাগজ পাঠের প্রতি তাঁর ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়-

"সাহিত্য পাঠের পাশাপাশি এই বয়সেই সংবাদপত্রের প্রতি সন্তোষকুমারের আগ্রহ জন্মায়। রাজবাড়িতে আনন্দবাজার যেত। কলকাতার কাগজ স্টেশনে পৌঁছানোর পর বিলোতে দেরি হত। সন্তোষকুমারের সংবাদপত্র পাঠের আগ্রহ তাঁকে স্টেশন নিয়ে যেত। মনিং স্কুলের সময় শেষ করে দুপুর রোদে খবরের কাগজ আনার জন্য স্টেশনে ছুটতেন নিজের এবং প্রতিবেশীদের কাগজ বগলদাবা করে নিয়ে আসতেন।"[৩]

তিনি রাজা সূর্যকুমার ইনস্টিটিউশনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে অঙ্ক ও বাংলায় লেটার নিয়ে উর্ত্তীণ হয়ে ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় চলে আসেন। তাঁর সঙ্গে কলকাতায় আসেন তাঁর বাবা-মা। সন্তোষকুমারের এক মাসতুতো দিদির এন্টালির ৫৭ সি পুলিশ হাসপাতাল রোডের বাড়িতে ওঠেন তাঁরা। পরবর্তী কালে সেখান থেকে মীর্জাপুর ষ্ট্রিটের ১৪নং রাধানাথ মল্লিক লেনে উঠে আসেন তাঁরা। এখানকার সরু সরু অলি গলির বাঁক তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির রসদ জুগিয়েছিল। যার প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই তাঁর 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসে।

কলকাতায় এসে বঙ্গবাসী কলেজে তিনি ভর্তি হন আই.এ. পড়ার জন্য। ওই কলেজে তখন উপাধ্যক্ষ ছিলেন জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। আর্থিক অনটনের জন্য তিনি সন্তোষকুমারের কলেজে পড়ার বেতনও মুকুব করেছিলেন। বুদ্ধি, বিচক্ষণতা এবং সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ থেকেই কলেজের আর পাঁচজন ছাত্র থেকে নিজেকে অধ্যাপকদের কাছে আলাদা স্থান দখল করে নিতে পেরেছিলেন সন্তোষ। ফরিদপুরে তাঁর ছোটবেলার দুই বন্ধু ছিলেন সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় ও জগৎ দাশ। সন্তোষকুমারের ডাকনাম বাদল এবং সুনীলের ডাকনাম ছবি। এমনকি তাঁদের দু'জনের মধ্যে চিঠিপত্র লেখালেখিতেও ডাকনামের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

ফরিদপুর থেকে কলকাতায় সন্তোষকুমার চলে আসার সময় তাঁর বন্ধু জগৎ দাশও এসেছিলেন। যদিও কলকাতায় আসার দু'জনের উদ্দেশ্যে ছিল আলাদা। সন্তোষকুমার উচ্চশিক্ষার জন্য এলেও জগৎ এসেছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের টানে। ওই সময় দুই বন্ধু মিলে গঠন করেন 'দুর্বার সঙ্ঘ'। আর সেখানে নিয়মিত চলত সাহিত্য বাসরের পাঠ-

"জগৎ দাশের উদ্যোগে স্থাপিত দুর্বার সঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ। এই সঙ্ঘের সভায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত, রামকৃষ্ণ মৈত্র নিয়মিত আসতেন। সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় রিচি রোডের বাড়িতে প্রতি রবিবার এই সাহিত্যসভা বসত। সন্তোষকুমার এই সাহিত্যসভায় গল্প-পাঠ করতেন।"[৪]

এছাড়াও কলকাতার ভবানীপুরের 'কল্যাণ সঙ্ঘে'র সাহিত্য শাখার সম্পাদক কবি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয়ের সুবাদে সেখানেও যুক্ত হন সন্তোষকুমার। তখনও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গায়ক হয়ে ওঠেননি। সে কথা হেমন্ত নিজেই বলেছেন,-

"গানটান নয়, তখন চুটিয়ে গল্প লিখছি। সেসব গল্প ছাপাও হচ্ছে এখানে ওখানে। .....সাহিত্যের নামে তখন টগবগ করে ফুটছি। গান গাইব, গায়ক হিসেবে নাম করব-মাথার মধ্যে তখন এসব ভাবনাই ছিল না।"[৫]

সেই আসরেও নিজের লেখা গল্প পাঠ করে শোনাতেন সন্তোষকুমার। তাঁর রচনা প্রথম ছাপার হরফে ভূমিষ্ঠ হয় ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে। প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'নবশক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সন্তোষকুমার ঘোষের কবিতা 'পৃথিবী'। কবিতার বিষয়বস্তু ছিল সূর্য ও পৃথিবী প্রদক্ষিণের ঘটনা কেন্দ্রিক। কিন্তু নিজের কবিতা নিয়ে নিজেই সন্তুষ্ট ছিলেন না সন্তোষকুমার- "আমি তখন কবিতা লিখছি, কিন্তু বুঝতে পারছি আমার কবিতা ঠিক আমার মত হচ্ছে না। আর অন্য কবিতা পড়েও একটা অতৃপ্তি থেকেই যাচ্ছে।"[৬]

কবিতার প্রতি অতৃপ্তি থেকেই গল্পের দিকে ঝোঁকেন তিনি। ছোটগল্পে মনোনিবেশ করেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গল্পগুচ্ছ' এর তৃতীয় খণ্ড পড়েও তিনি তৃপ্তি লাভ করতে পারেননি। অতৃপ্তির বাসনা থেকেই 'এক সময়ে গল্প লিখতে বসি'।[৭] গল্প লেখার ক্ষেত্রে সন্তোষকুমারকে প্রভাবিত করেছিল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছলনাময়ী' গল্প। তারই ফলস্বরূপ সন্তোষকুমার সাধুভাষায় প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প- 'বিলাতী ডাক'। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায়(ইং ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর-নভেম্বর) গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের(১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দ) পুজো সংখ্যায় আনন্দবাজার পত্রিকায় সাধু ভাষায় 'শীত ও বসন্ত' ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। ওই পুজো সংখ্যায় নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকার পুজো সংখ্যায় সাধুভাষায় ছোটগল্প 'ক্ষণনীড়' প্রকাশিত হয়। ওই সময় সন্তোষকুমারের ছোটগল্প 'কেশরী', 'স্বদেশ' পত্রিকাতেও প্রকাশ হচ্ছিল।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ ✉ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – III | May-June 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

১৯৩৯ সালে বাল্যবন্ধু জগৎ দাশ ও সন্তোষকুমার যৌথভাবে প্রকাশ করেন 'ভগ্নাংশ' নামে একটি গল্পগ্রন্থ। গল্পগ্রন্থের প্রচ্ছদ শিল্পী ছিলেন সন্তোষকুমার স্বয়ং। মোট সাতটি গল্প গ্রন্থে স্থান পেয়েছিল। তারমধ্যে চারটি গল্প জগৎ দাশের এবং তিনটি গল্প ছিল সন্তোষকুমারের। গল্পগ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন আরেক বাল্যবন্ধু ছবি ওরফে সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়কে। গল্পগ্রন্থের রিভিউ প্রকাশিত হয় 'প্রগতি' পত্রিকায়। তারপর সমালোচক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় গল্পগ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা করেন। 'ইয়ারস বেষ্ট বুক' শিরোনামে প্রকাশ হওয়ার পর সাহিত্য মহলে সাড়া পড়ে যায়। বাল্যবন্ধু জগৎ দাশের কথাতেই এরপর সাধুভাষা ছেড়ে চলিত ভাষায় গল্প লিখতে শুরু করেন সন্তোষকুমার। কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র অবস্থায় চলিত ভাষায় প্রথম 'পূর্বাশা' পত্রিকায় লেখেন 'দক্ষিণের বারান্দা'। ওই সময় 'পূবাশা'য় রমাপদ চৌধুরি, অমিয়ভূষণ মজুমদার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীরা লিখছেন। চলিত ভাষায় যখন লেখা শুরু করলেন সন্তোষকুমার তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রবিবার' এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শহরতলী' উপন্যাস প্রকাশ হয়েছে।

১৯৪১ সালের শেষের দিকে 'প্রত্যহ' নামে পত্রিকা দিয়ে সাংবাদিকতার হাতেখড়ি সন্তোষকুমার ঘোষের। কয়েক মাস সেখানে কাজ করার পর ১৯৪২ সালে 'যুগান্তর' পত্রিকার সাব-এডিটর হিসেবে যোগ দেন তিনি। ১৯৫০ সালে সাব-এডিটর হিসেবে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় যোগ দেন তিনি। এরই মাঝে তিনি ১৯৫১ সাল পর্যন্ত কলকাতায় 'মনিং নিউজ', 'দ্য নেশন', 'জয় হিন্দ' প্রভৃতি পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। ১৯৫১ সালে আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানের 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার চিফ সাব-এডিটরের দায়িত্ব নিয়ে কলকাতা থেকে দিল্লি চলে যান সন্তোষকুমার। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩১ বছর। সেখানে তিনি জ্যোর্তিময় বসু, সুনীত ঘোষ, শঙ্কর ঘোষকে সহকর্মী হিসেবে পান। তখন 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার এডিটর ছিলেন অশ্বিনীকুমার গুপ্ত। দিল্লিতে সাত বছর থেকে ১৯৫৮ সালে কলকাতায় ফিরে আসেন তিনি। তারপর ১৯৫৮ সালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বার্তা সম্পাদক হিসেবে কাজে যোগ দেন। তারপরেই বাংলা সংবাদপত্রের খোলনলচা সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর হতেই বাংলা সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্র নতুন ধারায় প্রবাহিত হয়। ভাষা ব্যবহার ও সংবাদ পরিবেশনের নতুন কৌশলে নবরূপে পাঠকের কাছে ধরা দেয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'। এক্ষেত্রে পুরো কৃতিত্বই সন্তোষকুমার ঘোষের। ভাষার প্রতি গভীর দখল ছিল তাঁর। এ প্রসঙ্গে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেছিলেন,"নিজের ভাষাকে এমন ভালোবাসতে খুব কম লোককেই দেখেছি। ভাষাটাই অস্ত্র ছিল তাঁর কাছে-তা দিয়েই সন্তোষ লড়াই চালাত। কাজ নিঁখুত না হওয়া পর্যন্ত অসন্তোষ ঘুচতো না সন্তোষের।"[৮]

পরবর্তী কালে ১৯৬৪ সালে আনন্দবাজার গোষ্ঠীর দুটি পত্রিকা 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এবং 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকায় সংযুক্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পান সন্তোষকুমার ঘোষ। ১৯৭৬ সালে তাঁর প্রমোশন হয়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র যুগ্ম-সম্পাদকের দায়িত্ব পান। আমৃত্যু তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন।

সন্তোষকুমারের শ্বশুরবাড়ি বিহারে হলেও স্ত্রী নীহারিকাকে প্রথম তিনি কলকাতায় তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে প্রথম দেখেন। 'মনিং নিউজ' পত্রিকায় কাজ করার সময় ১৯৪৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি সন্তোষকুমার ঘোষ বিয়ে করেন পোষ্টমাষ্টার মুকুন্দলাল গুহ-র কন্যা নীহারিকা দেবীকে। বিয়ের দশদিন পর তিনি 'জয় হিন্দ' পত্রিকাতেও কাজ শুরু করেন। ওই সময় আরো অনেক পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছেন সন্তোষকুমার ঘোষ। তার মূল কারণ ছিল সাংবাদিক হিসেবে তাঁর আর্থিক সচ্ছলতা না থাকা। যদিও বন্ধু থেকে শুরু করে পরিবার-পরিজনদের পাশে দাঁড়াতে আর্থিক সমস্যা তাঁর কাছে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। সাংবাদিকতা এবং পরিবার জীবন দুটোকেই তিনি সমান ভাবে ব্যালেন্স করে চালিয়ে গিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর স্ত্রী নীহারিকা বলেন,"তখন আমাদের অভাবের সংসার ছিল। উনি সংসারের বাজার করা ইত্যাদি কাজ করতেন। .....আমার বাবার মৃত্যুর পর, অনেক ভাইবোন নিয়ে মা আর্থিক দিক থেকে খুব অসহায় হয়ে পড়েন। উনি ওঁর স্বল্প আয়ের একটা বড় অংশ আমার বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন। ওদের সাহায্য করো-এটা আমাকে মুখ ফুটে কখনও বলতে হয়নি। বছরের পর বছর এমনই চলেছিল।"[৯]

দিল্লিতে থাকাকালীন চার-পাঁচটির বেশি গল্প লেখেননি সন্তোষকুমার। তবে সেখানে থাকার সময়েই তাঁর লেখনীতে বাঁক বা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বেশির রচনায় তাঁর কলকাতায় বসে লেখা। এখানে থাকার সময়ে তাঁর সঙ্গে সমরেশ বসুর পরিচয় হয়। তাঁর লেখায় ইংরেজি ও সংস্কৃত দুটোর প্রভাব রয়েছে। সন্তোষকুমার নিজেই বলেছেন,"আসলে ইংরিজিতে দখল আর সংস্কৃতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়-এই দুই মিলে আমার গদ্যের এমন স্মার্টনেস বাঁচিয়ে রাখবে হয়তো।"[১০]

দিল্লি থেকে ফিরে আসার পর কলকাতার পাইকপাড়ায় সাহিত্যিকদের নিয়ে বন্ধুমহল তৈরি করেছিলেন সন্তোষকুমার। সেখানে প্রেমেন্দ্র মিত্র, সাগরময় ঘোষ, গৌরকিশোর ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নারায়ণ চৌধুরি, বিমল কর, শিবনারায়ণ রায়, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যদের অবাধ যাতায়াত ছিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পাইকপাড়ার বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে তাঁর সঙ্গেও গড়ে উঠেছিল সুমধুর সম্পর্ক। ১৯৫৯ সালে

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ ✉ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – III | May-June 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

'মুখের রেখা' প্রকাশের পর থেকেই তাঁর লেখা বদলাতে থাকে। ওই সময়কালে 'জল দাও'(১৯৬৭), 'স্বয়ং নায়ক'(১৯৬৯),'শেষ নমস্কার শ্রীচরণেষু মাকে'(১৯৭২) প্রভৃতি উপন্যাস এবং অজস্র ছোটগল্প লেখেন তিনি। তখন দুটি নাটক 'অপার্থিব'(১৯৬৯) এবং 'অজাতক'(১৯৭১) লিখেছিলেন সন্তোষকুমার।

সাংবাদিক হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে ন'বার তিনি বিদেশ ভ্রমণও করেছিলেন। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম তিনি বর্মা(বর্তমানে যা মায়ানমার) এবং পূর্ব ইউরোপ, ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড, ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানি, ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার ইংল্যাণ্ড ও পশ্চিম ইউরোপ, ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে জাপান ও তৃতীয়বার ইংল্যাণ্ড, ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকা, ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে থাইল্যাণ্ড, সিঙ্গাপুর, ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে রাশিয়া, ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার আমেরিকা, চতুর্থবার ইংল্যাণ্ড, দ্বিতীয়বার জাপান এবং হংকং ভ্রমণ করেছিলেন। বিদেশ ভ্রমণের ঘটনাবলী 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এবং 'দেশ'-এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে তা 'বাইরে-দূরে' গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়।

সন্তোষকুমার ঘোষের কথাসাহিত্যে তিরিশের দশকের পরবর্তী সময়ের অভিঘাত এসেছে। তাই তিরিশের দশকের পরবর্তী সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা তাঁর কথাসাহিত্যে লক্ষ করা যায়। তাঁর গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতছাড়ো আন্দোলন, কালোবাজারি, ইংরেজ সরকারের পোড়া মাটির নীতি, জাপানি বোমার আতঙ্ক, ব্ল্যাক আউটের রাত্রি, সতর্ক সাইরেন, মন্বন্তর, মহামারি, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, স্বাধীনতা লাভ, স্বাধীনতা পরবর্তী কালের কিছু স্বার্থান্ধ মানুষের ক্ষমতা লাভ, উদ্বাস্তু সমস্যা, তেভাগা আন্দোলন, ৬৩-সালে ভারত-চিন যুদ্ধ, নকশাল আন্দোলন, কমিউনিষ্ট ব্যাপক উত্থান প্রভৃতি এসেছে। আসলে লেখক পেশায় সাংবাদিক সন্তোষকুমার সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে সময় থেকে সাহিত্যের দিকে এগিয়ে গেছেন। তাই সেজন্য তাঁর সৃষ্ট ছোটগল্প গুলি সময়ের প্রতিচ্ছবি।

তাঁর মোট গল্পগ্রন্থ গুলি ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করা হল-

ক্রমিক সংখ্যা	গল্পগ্রন্থ	প্রকাশ কাল
১	ভগ্নাংশ	প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ(১৯৩৯ জুলাই)। প্রকাশক বিমল গুপ্ত, ৪ মহিম হালদার স্ট্রীট, কলকাতা।
২	শ্রেষ্ঠগল্প	প্রথম প্রকাশ ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ। প্রকাশক মহাবীর দীপজ্যোতি প্রকাশনী, কলকাতা।
৩	চীনেমাটি	প্রথম প্রকাশ ১৯৫৩। প্রকাশক মিত্রালয়, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা।
৪	শুকসারি	প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০ বঙ্গাব্দ। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা।
৫	পারাবত	প্রথম প্রকাশ ৭ পৌষ ১৩৬০ বঙ্গাব্দ। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলকাতা।
৬	কড়ির ঝাঁপি	প্রথম প্রকাশ মহালয়া ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, প্রকাশক ক্যালকাটা বুক ক্লাব প্রাইভেট লিমিটেড, ৮৯ হ্যারিসন রোড, কলকাতা।
৭	পরমায়ু	প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ। প্রকাশক ত্রিবেণী প্রকাশন, ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা।
৮	দুই কাননের পাখি	প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ। পরিবেশক কারেন্ট বুক শপ, ৫৩এ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা।
৯	কুসুমের মাস	প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ। প্রকাশক ক্লাসিক প্রেস, ৩/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা।
১০	চিররূপা	প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ। প্রকাশক নাভানা, ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা।
১১	আমার প্রিয়সখী	প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৬৭। প্রকাশক ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা।
১২	ছায়াহরিণ	প্রথম প্রকাশ শ্রীপঞ্চমী ১৩৬৭। প্রকাশক সুরভি প্রকাশনী, ১, কলেজ রো, কলকাতা।
১৩	বহে নদী	প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৭০। প্রকাশক গ্রন্থ প্রকাশ, ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ ✉ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – III | May-June 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

		কলকাতা।
১৪	যুবকাল	প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৭৬। প্রকাশক বিশ্ববাণী প্রকাশণী, কলকাতা।
১৫	সন্ধ্যা সকাল	প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৭৯। প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
১৬	দুপুরের দিকে	প্রথম প্রকাশ ১৯৮০। প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
১৭	কুসুমাদপি	প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪। প্রকাশক সংবাদ, কলকাতা।
১৮	সন্তোষকুমারের সমস্ত গল্প, ৩ খণ্ড	প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭, ১৯৭৯ এবং ১৯৮৩। প্রকাশক স্বরলিপি, কলকাতা।
১৯	সন্তোষকুমার ঘোষ গল্পসমগ্র-১ গল্পসমগ্র-২ গল্পসমগ্র-৩	প্রথম খণ্ডের প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৪। প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৪। প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। তৃতীয় খণ্ডের প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৫। প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
২০	সন্তোষকুমার ঘোষ গল্পসমগ্র-১ গল্পসমগ্র-২	প্রথম খণ্ডের প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৬। প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৮। প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

গল্পগ্রন্থ অনুযায়ী সংকলিত গল্পের নাম লিপিবদ্ধ করা হল :

গল্পগ্রন্থ	গল্পসূচি
ভগ্নাংশ	উত্তরপুরুষ, নাতিশীতোষ্ণ, দক্ষিণের জানালা
শ্রেষ্ঠগল্প	কানাকড়ি, দ্বিজ, দ্বিধা, একমেব, শনি, কস্তুরীমৃগ, ধাত্রী, যাদুঘর, জোড়বিজোড়, দুই প্রস্থ, দিনপঞ্জি
চীনেমাটি	চীনেমাটি, বিষ, সহমরণ, বসুধৈব, সমান্তর, ছাপ, কাটা সৈনিক
শুকসারী	শুকসারী, ঘর, শরিক, প্রাচীর, পুরনো রোগ, মাটির পা
পারাবত	পারাবত, মিলনান্ত, স্বয়ম্বরা, পাখির বাসা, পনেরো টাকার বউ
কড়ির ঝাঁপি	প্রথম, ছায়াঘর, সত্যসন্ধ, একটি কাপ্তানের কান্না, ঘ্রাণ, প্রতিদ্বন্দ্বী, অমিত্রাক্ষর, ঠাকুরমার ঝুলি, বিষকণ্ঠ, লেখকের চিঠি
পরমায়ু	মনে মনে, বিষপান, প্রেমপত্র, কান্নার মানে, গিল্টি, পরমায়ু, সেই রাত্রি, ঈশ্বরের মৃত্যু, সম্রাজ্ঞী
দুই কাননের পাখি	দুই কাননের পাখি, সুচিরাকে, সমীকরণ, আড়াল, এই ছুটিতে, স্ত্রৈণ, পর্দা, হোলি, বিকেল বেলা, হেঁয়ালি, কোনও অসতীর কথা
চিররূপা	মনসিজা, শোক, চিররূপা, কোনও কুলবধূর কথা, নেপথ্য, হয় না, দুটি ঘর একটি নাটক, জিয়ন-কাঠি
আমার প্রিয়সখী	আমার প্রিয়সখী, অনন্ত আলয়, সোমেশ হাজরার খুন
ছায়াহরিণ	ছায়া-হরিণ, গহন-মোহ, কিশোরীর মন, হাই, সমুদ্র, চৌবাচ্চা, পেয়ালা, ছোট কথা, যুবতী হৃদয়, নকল, না-লেখা নাটক
বহেনদী	ভেবেছিলাম, একটি চরিত্র একটি দিন, যে কোনও, সাধ, নাম লতা, সেই মৃত লোকটি, সে আমার প্রেম, তু-তু নামে সেই কুত্তাটা, শবানুগমন, মোহ
ত্রিনয়ন	ত্রিনয়ন, সকাল থেকে সকালে

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ ✉ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – III | May-June 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

যুবকাল	মরামাছি, স্থান কাল পাত্র, দুই রাত্রি, ফেরা না ফেরা, বলা না বলা, শব-পেছনে এবং সামনে, একটি দিনের জন্য, অলীক পৌত্তলিক, নিহতের নাম
দূরের নদী	দূরের নদী, অতসী মানসী অথবা
সন্ধ্যা-সকাল	ভালোবাসার কালো টাকা, শোক সুখ মৃত্যু, অসুখের সুখ, পাখি মরে গেলে, শূন্যযান, পাখিটাও জানে, বাঁচার ম্যাজিক, করুণ শঙ্খের মতো, ভুল স্টেশনে, প্রেম তবু প্রেম নয়, নেই রুমাল, মুখোশ মানুষ, শেষরাত তোমাকে
কুসুমাদপি	কুসুমাদপি, বিবাহবার্ষিকী, বাঁচার ভয়, তীর্থের কাকা, নিরালা কুঠুরি আর ঘুলঘুলি, যখন প্রথম

এছাড়াও সন্তোষকুমার ঘোষের বেশ কিছু অগ্রন্থিত গল্পও পাওয়া যায়। সে গুলি হল-

১) আমাদের নখ নেই
২) কো তুঁহু
৩) বন্দুক
৪) তুবও তো পাখি
৫) তিনটি খারাপ মেয়ের কথা
৬) উন্মাদনা
৭) একলা এবং
৮) গন্ধ
৯) নজরবন্দী
১০) জাঁতাকল
১১) কুলোর বাতাস
১২) স্বামী বলেই
১৩) একই বিধান

ছোটগল্প গুলিতে সন্তোষকুমারের সাংবাদিকের চোখে দেখা বাস্তব সমস্ত ঘটনাকে গল্পকারের দৃষ্টিতে কল্পনার রঙে জারিত করে নিপুণ কলমের ডগায় ফুটিয়ে তুলেছেন পাঠকের কাছে। নাগরিক জীবনের সুখ-দুঃখ, আবেগ, অনুভূতি, যন্ত্রণা, মনের জটিল রহস্য, প্রেম, মনোবিকলন সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি গ্রাম-বাংলার চিত্র কয়েকটি গল্পে এসেছে। গল্পের চরিত্রকে প্রকৃতির নানা উপমার সাহায্যে অনবদ্য করে তুলেছেন তিনি। যেখানে ব্যতিক্রমী সন্তোষকুমার ঘোষ। তাই তো প্রখ্যাত সাংবাদিক তথা বর্তমান পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বরুণ সেনগুপ্ত বলেছিলেন,"বাংলা সাংবাদিকতায় এবং সাহিত্যে সন্তোষকুমার ঘোষ এক অসাধারণ ও বিরল ব্যক্তিত্ব। খুব কম সফল সাংবাদিক সফল সাহিত্যিক হয়েছেন। সন্তোষকুমার একদিকে যেমন ছিলেন একজন সফল সাংবাদিক, অন্যদিকে তেমন ছিলেন একজন সফল সাহিত্যিক।"[১১]

তাঁর লেখা 'মুখের রেখা', 'ঠাকুমার ঝুলি' গল্পে গ্রামজীবনের কথা উঠে এসেছে। তিনি সাংবাদিকের দৃষ্টিতে যা দেখেছেন তা প্রকাশ পেয়েছে। এমনকি 'কানাকড়ি' গল্পের মুখ্য চরিত্র যে তাঁর দেখা বাস্তবের তা নিজেই এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করে নিয়েছিলেন সন্তোষকুমার। তিনি বলেছিলেন,"আমরা তখন কলকাতার একটি গলির ভাড়াটে। সেই বাসাবাড়ির পাশেই একটু ফাঁকা জায়গার ওপাশের ফ্ল্যাটে একটি বউ থাকত। রাতে বউটির স্বামী ওকে ভীষণ মারধোর করত বোধ হয়, প্রায় বেশির ভাগ দিনই চিৎকার, কান্না শুনতে পেতাম গভীর রাতে। আমার খুব খারাপ লাগত। ... ওর কথা ভেবেই কানাকড়ির সাবিত্রীকে এঁকেছি। চরিত্রটা আমার খুবই চেনা।"[১২]

এরকম বাস্তবের নানা কাহিনী বা চরিত্রকে তিনি চিত্রিত করেছেন তাঁর ছোটগল্পে। তাই তো সন্তোষকুমার নিজের স্বীকারোক্তি, "একটা কথা স্থির জেনেছি, বিশ্বাসও করি, রিয়্যালিটিকে বাদ দিয়ে, মানুষের জীবনকে বাদ দিয়ে, শুধু মনন দিয়ে সার্থক গল্প কেন, কোনও ভাল গল্পই লেখা হয় না।"[১৩]

অর্থাৎ তাঁর গল্পের প্লট থেকে শুরু করে চরিত্র যে সাংবাদিকের চোখে দেখা লৌকিক কাহিনীকে তিনি গল্পকার হিসেবে বিস্তৃত ভাবে অলৌকিক কাহিনীতে রূপান্তর করেছেন। তাই তো প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন,"সত্যকার ছোটগল্প যে লেখে তার লেখার একটা দু'টো চরিত্র, কি একটা ঘটনা এমন থাকে যার মধ্যে এই বিশ্বভুবন ঝলসে ওঠে, জগতের প্রতিচ্ছবি পড়ে। সন্তোষের লেখার মধ্যে এই বিশ্বভুবনের

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ ✉ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – III | May-June 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

প্রতিচ্ছবি। গল্পের জীবনসত্য – গল্প লেখক যেন জীবনকে স্পর্শ করছে – তা ওর লেখায় ছিল।''[১৪] সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বলেছেন,'শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ আধুনিক সাংবাদিকতার এক প্রবাদ পুরুষ। সাহিত্যিক হিসেবেও অনন্য, অসাধারণ।'[১৫] আবার সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বলেছিলেন,'সন্তোষকুমার ঘোষ বাংলা সাহিত্যে যেমন, তেমনি সাংবাদিকতার জগতেও ডাকসাইটে মানুষ।'[১৬] অর্থাৎ পরিশেষে, আমরা একথা বলতেই পারি তিনি ছোটগল্পকে সাংবাদিকতার চৌকাঠ পার করে ঘরের প্রশস্থ বারান্দায় এনে পৌঁছে দিয়েছিলেন। আর এক্ষেত্রে তিনি সফলও।

তথ্যসূত্র :

১। দত্ত বীরেন্দ্র : সন্তোষকুমার ঘোষ : এক ব্যতিক্রমী কথাকার, শতাব্দীর চরিত্র, শঙ্খ পুস্তক প্রকাশন, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, প্রথম প্রকাশ ২৩ ভাদ্র ১৯৮৮, পৃঃ ১৬৪।

২। দত্ত বীরেন্দ্র : সন্তোষকুমার ঘোষ : এক ব্যতিক্রমী কথাকার, একটি সাক্ষাৎকার, শঙ্খ পুস্তক প্রকাশন, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, প্রথম প্রকাশ ২৩ ভাদ্র ১৯৮৮, পৃঃ ৪০।

৩। চক্রবর্তী অলোক : সন্তোষকুমার ঘোষ কথাসাহিত্যের স্বয়ং নায়ক, প্রথম আশাদীপ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৮, কলকাতা-৯, পৃঃ ১৫।

৪। চক্রবর্তী অলোক : সন্তোষকুমার ঘোষ কথাসাহিত্যের স্বয়ং নায়ক, প্রথম আশাদীপ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৮, কলকাতা-৯, পৃঃ ১৮।

৫। দত্ত বীরেন্দ্র : সন্তোষকুমার ঘোষ : এক ব্যতিক্রমী কথাকার, সন্তোষ, শঙ্খ পুস্তক প্রকাশন, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, প্রথম প্রকাশ ২৩ ভাদ্র ১৯৮৮, পৃঃ ১৮৬।

৬। দত্ত বীরেন্দ্র : সন্তোষকুমার ঘোষ : এক ব্যতিক্রমী কথাকার, একটি সাক্ষাৎকার, শঙ্খ পুস্তক প্রকাশন, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, প্রথম প্রকাশ ২৩ ভাদ্র ১৯৮৮, পৃঃ ৪০।

৭। দত্ত বীরেন্দ্র : সন্তোষকুমার ঘোষ : এক ব্যতিক্রমী কথাকার, একটি সাক্ষাৎকার, শঙ্খ পুস্তক প্রকাশন, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, প্রথম প্রকাশ ২৩ ভাদ্র ১৯৮৮, পৃঃ ৪০।

৮। আনন্দবাজার পত্রিকা, শুক্রবার, ১ মার্চ ১৯৮৫।

৯। দত্ত বীরেন্দ্র : সন্তোষকুমার ঘোষ : এক ব্যতিক্রমী কথাকার, মায়ের চোখে বাবা, শঙ্খ পুস্তক প্রকাশন, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, প্রথম প্রকাশ ২৩ ভাদ্র ১৯৮৮, পৃঃ ১৬১-১৬২।

১০। দত্ত বীরেন্দ্র : সন্তোষকুমার ঘোষ : এক ব্যতিক্রমী কথাকার, একটি সাক্ষাৎকার, শঙ্খ পুস্তক প্রকাশন, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, প্রথম প্রকাশ ২৩ ভাদ্র ১৯৮৮, পৃঃ ৪৪।

১১। দত্ত বীরেন্দ্র : সন্তোষকুমার ঘোষ : এক ব্যতিক্রমী কথাকার, সন্তোষকুমার ঘোষ, শঙ্খ পুস্তক প্রকাশন, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, প্রথম প্রকাশ ২৩ ভাদ্র ১৯৮৮, পৃঃ ২২৯।

১২। দত্ত বীরেন্দ্র : সন্তোষকুমার ঘোষ : এক ব্যতিক্রমী কথাকার, একটি সাক্ষাৎকার, শঙ্খ পুস্তক প্রকাশন, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, প্রথম প্রকাশ ২৩ ভাদ্র ১৯৮৮, পৃঃ ৪৬।

১৩। দত্ত বীরেন্দ্র : সন্তোষকুমার ঘোষ : এক ব্যতিক্রমী কথাকার, একটি সাক্ষাৎকার, শঙ্খ পুস্তক প্রকাশন, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, প্রথম প্রকাশ ২৩ ভাদ্র ১৯৮৮, পৃঃ ৪৬।

১৪। দত্ত বীরেন্দ্র : সন্তোষকুমার ঘোষ : এক ব্যতিক্রমী কথাকার, শতাব্দীর চরিত্র, শঙ্খ পুস্তক প্রকাশন, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, প্রথম প্রকাশ ২৩ ভাদ্র ১৯৮৮, পৃঃ ১৬৪।

১৫। দত্ত বীরেন্দ্র : সন্তোষকুমার ঘোষ : এক ব্যতিক্রমী কথাকার, পরাজিত মৃত্যু, শঙ্খ পুস্তক প্রকাশন, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, প্রথম প্রকাশ ২৩ ভাদ্র ১৯৮৮, পৃঃ ২৬৮।

১৬। দত্ত বীরেন্দ্র : সন্তোষকুমার ঘোষ : এক ব্যতিক্রমী কথাকার, এক কালো মোটরগাড়ির গল্প, শঙ্খ পুস্তক প্রকাশন, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, প্রথম প্রকাশ ২৩ ভাদ্র ১৯৮৮, পৃঃ ২৬৫।

আকর গ্রন্থ :

১। ঘোষ সন্তোষকুমার- গল্প সমগ্র(প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স,কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬।

২। ঘোষ সন্তোষকুমার -গল্প সমগ্র(দ্বিতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৮।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ ✉ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431